দৈনিক বাংলা
শিক্ষা তথ্য ও পরিসং...
076
তারিখ 29 NOV 1988
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১
৩৭

প্রেসিডেন্ট এরশাদ সোমবার পাকশীতে বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির মহাসম্মেলনে ভাষণ দেন

পাকশীতে প্রাথমিক শিক্ষক মহাসম্মেলন

শিক্ষিতজাতি হিসেবে দাঁড়াতেহবে ঃ এরশাদ

পাকশী, ২৮শে নবেম্বর (বাসস)।—প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বিশ্বে বাংলাদেশকে সাক্ষর মানুষের জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর জন্য নতুন করে শপথ নিতে শিক্ষকদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন।

আজ এখানে বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির (বিপিটিএ) বিশাল মহাসম্মেলনে ভাষণদানকালে প্রেসিডেন্ট বলেন, জাতিকে শিক্ষিত করে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষকদের কল্যাণ ও অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ তাঁর ভাষণে প্রাথমিক শিক্ষকদের কল্যাণে এবং প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে কয়েকটি ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করেন। এসব ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য একটি সমন্বিত বেতন কাঠামোর আবেদন নীতিগতভাবে গ্রহণ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ সৃষ্টি, স্নাতক প্রাথমিক শিক্ষকদের নেয়া বর্ধিত বেতন কেটে নেয়া বন্ধ করা এবং প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য কক্সবাজারে হাসপাতাল ও অবকাশ কেন্দ্র স্থাপনে জমি বরাদ্দের আশ্বাস।

তিনি আরও ঘোষণা করেন যে প্রাথমিক শিক্ষকদের সর্বসম্মত ইচ্ছার প্রেক্ষিতে তাদের কল্যাণ ট্রাস্ট তহবিলের জন্য প্রাথমিক শিক্ষকদের দান করা অর্থের পরিমাণ ২ টাকা থেকে ১০ টাকায় বৃদ্ধি করতে সরকার ব্যবস্থা নেবেন।

পদ্মা নদীর তীরে হার্ডিঞ্জ সেতুর পাদদেশে অনুষ্ঠিত এই মহাসম্মেলনে সারা দেশ থেকে আসা প্রায় দেড় লাখ প্রাথমিক শিক্ষক অংশ নেন। তারা প্রবল বর্ষণের মধ্যে প্রেসিডেন্টের ভাষণ গভীর মনোযোগ সহকারে শোনেন।

প্রেসিডেন্ট ব্যক্তিগত নিরাপত্তা উপেক্ষা করে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে এখানে এসে পৌঁছালে বিশাল সমাবেশ স্বাগত শ্লোগান ও করতালি দিয়ে প্রেসিডেন্টকে স্বাগত জানায়। এই মহাসম্মেলনে প্রেসিডেন্টের উপস্থিতি শিক্ষক-

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

দৈনিক বাংলা
তারিখ 29 NOV 1988
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

শিক্ষিত জাতি হিসেবে দাঁড়াতে হবে

(প্রথম পৃঃ পর)

দের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার প্রকাশ।

প্রেসিডেন্ট মঞ্চে উপস্থিত হলে বিশাল জনসমুদ্র বিপুল হর্ষধ্বনিতে ফেটে পড়ে।

এ সম্মেলনে উপপ্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টের রাজনৈতিক উপদেষ্টা কাজী জাফর আহমদ, শিক্ষামন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, বিপিটিএর সভাপতি অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ ও বিপিটিএর সাধারণ সম্পাদক কাজী এ কে ফজলুল হকও বক্তৃতা করেন।

প্রেসিডেন্ট বলেন, জনগণকে শিক্ষিত করে তোলার লক্ষ্য অর্জনে অবশ্যই শিক্ষকদের কল্যাণের দিকে খেয়াল দিতে হবে। এটা করা সম্ভব হলে শিক্ষকগণ খুব শীঘ্র বিশ্বে বাংলাদেশকে একটি শিক্ষিত জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করবেন।

তিনি বলেন, সরকারের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সাক্ষরতার হার এখনো ২০ থেকে ৩০ শতাংশের মধ্যে।

তিনি সাক্ষরতার হার বাড়াতে শিক্ষকদের পরামর্শ চান।

প্রেসিডেন্ট বলেন, আমরা বিশ্বের কাছে প্রমাণ করতে চাই যে আমরা দরিদ্র জাতি, কিন্তু নিরক্ষর নই।

শিক্ষাঙ্গনে বিশৃংখলা প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, এজন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো দায়ী নয়। তবে প্রাথমিক শিক্ষকরা শিক্ষাঙ্গনে বিশৃংখলার বিরুদ্ধে পল্লীর জনগণকে সোচ্চার করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

তিনি বলেন, দেশের জনগণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিশৃংখলা বা নকল, কোনটাই চান না। তারা চান না যে তাদের সন্তানরা রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ুক। তারা নিজ সন্তানদের শিক্ষা দান এবং তাদেরকে সুযোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে ও সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে চান।

প্রেসিডেন্ট দেশে পৌনঃপুনিক বন্যার উল্লেখ করে বলেন, আমরা আর বন্যা চাই না। আমরা বাঁচতে চাই।

তিনি বলেন, একই সঙ্গে বাংলাদেশ গঙ্গা নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা চায়।

তিনি আমাদের পানির হিস্যা প্রদান ও বন্যা সমস্যার সমাধানে প্রচেষ্টা চালানোর জন্য এই অঞ্চলের দেশসমূহের প্রতি আহবান জানান।

তিনি ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্য জনগণের প্রতি আহবান জানান।

প্রেসিডেন্ট তাঁর বিদেশ সফরের এবং বন্যা সমস্যা সমাধানে বিশ্বের সকল দেশের সাহায্য সমর্থনের উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের জনগণ সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালা ছাড়া কারো দয়া চান না। যতশীঘ্র সম্ভব নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য সাহায্য নেয়া আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা পরনির্ভরশীল থাকতে চাই না।

প্রেসিডেন্ট বলেন, শিক্ষাখাতে বাজেটে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বরাদ্দ বর্তমানের ৪০ শতাংশ থেকে ৫০ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। ২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে এ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, ২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য শিক্ষা একটি রাজনৈতিক শ্লোগান নয়, এক দৃঢ় বিশ্বাস।

তিনি বলেন, সাধারণ মানুষকে সাক্ষর করতে অবশ্যই প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এ লক্ষ্য অর্জনে প্রাথমিক শিক্ষকরা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারেন।

কুষ্টিয়ায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য একটি ব্যানারের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, এ ব্যাপারে জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণে তাঁর সরকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবেন।

প্রেসিডেন্ট বলেন যে তিনি শিক্ষকদের সমস্যা সম্পর্কে সচেতন। শিক্ষকদের সমস্যা সমাধানের মধ্যে শিক্ষা সমস্যার সমাধান নিহিত।

তিনি প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য সমন্বিত বেতন কাঠামোর প্রস্তাব নীতিগতভাবে গ্রহণের কথা বলেন এবং এ ব্যাপারে উপপ্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদকে দায়িত্ব প্রদান করেন।

তিনি স্নাতক প্রাথমিক শিক্ষকদের দেয়া বর্ধিত বেতন কাটা বন্ধ করার কথা জানিয়ে ভবিষ্যতে এ ধরনের ভুল না করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানান।

প্রেসিডেন্ট সম্মেলনে যোগ দিতে আসার সময় গতকাল দুর্ঘটনায় নিহত গোয়ালন্দের প্রাথমিক শিক্ষক আহসানউল্লাহ চৌধুরীর পরিবারের জন্য দু লাখ টাকার মঞ্জুরী ঘোষণা করেন।

কাজী জাফর আহমদ

কাজী জাফর আহমদ তাঁর ভাষণে বলেন, উৎপাদন বৃদ্ধি ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা শিক্ষার উদ্দেশ্য।

তিনি বলেন, অতীতের সরকার সমূহের অনুসৃত নেতিবাচক রাজনীতি প্রেসিডেন্ট এরশাদের নেতৃত্বে পাল্টে দেয়া হয়েছে। ফলে উৎপাদন ও উন্নয়নের সকল খাতে সঞ্চার হয়েছে গতি।

এ বছর বন্যা মোকাবিলায় প্রেসিডেন্ট এরশাদের অবদানের উল্লেখ করে কাজী জাফর আহমদ বলেন, এ ব্যাপারে প্রেসিডেন্টের প্রচেষ্টা কেবল দেশে নয়, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ও স্বীকার করেছে।

তিনি বলেন, দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রেসিডেন্টের অবদান জাতির জন্য সম্মান ও মর্যাদা বয়ে এনেছে।

আনিসুল ইসলাম মাহমুদ

আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বলেন, প্রেসিডেন্ট এরশাদের সরকারের নীতি হচ্ছে ২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা। এ জন্য শিক্ষাখাতকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রাজনীতি চলতে দেয়া হবে কি না, সে কথা চিন্তা করার সময় এসেছে। এ প্রশ্নের মীমাংসা করতে হবে।

এর আগে, প্রেসিডেন্ট এরশাদ সম্মেলনস্থলে জাতীয় পতাকা ও বিপিটিএর পতাকা উত্তোলন করেন।